7

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 20 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

উপবৃত্তি কার্যক্রম ও নারী শিক্ষা

প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রাম করে আমাদের দেশের একজন নারী 'মানুষ' হিসেবে পায় না স্বীকৃতি, অতিক্রম করতে পারে না সব বাধার দেয়াল। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পুরুষের তুলনায় নারীরা পায় অনেক কম। পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা সর্বত্রই তাদের পশ্চাৎপদতা লক্ষণীয়। পৃথিবীতে যে জাতি যতো শিক্ষিত সে জাতি ততো উন্নত। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মানুষের ভিতরে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাও পিছিয়ে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো হয় না, বলা হয় মেয়েদের পড়ালেখার দরকার কি? মেয়েরা যাতে করে স্কুলে আসে, মেয়েরা যাতে করে শিক্ষিত হতে পারে এ কারণে সরকার ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদেরকে অবৈতনিক ঘোষণা করেছেন এবং তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে উপবৃত্তি। বর্তমানে এই প্রক্রিয়া সারা দেশজুড়ে। নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে এটা একটা ভালো পদক্ষেপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে মেয়েদের সংখ্যা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে আমরা মনে করতে পারি যে, মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে। উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য দুটি শর্ত পালন করতে হয়। একটি হলো মোট কার্যদিবসের ৭৫% উপস্থিতি এবং অপরটি ৪৫% নম্বর। আদৌ কি তা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে? প্রথমটির ক্ষেত্রে সফলতা আসলেও দ্বিতীয়টির বেলায় তা আসেনি যথাযথভাবে। গ্রামীণ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ৪৫% না পাওয়া একটি মেয়েকে উক্ত নম্বর দেখিয়ে দিতে বাধ্য হন বিদ্যালয় প্রধানগণ। এছাড়া তার কোনো গত্যন্তর নেই। কারণ উক্ত নম্বর না পাওয়া কিংবা ফেল করা ছাত্রীটি উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হলে মেয়ের অভিভাবক গ্রামের প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় বিদ্যালয় প্রধানকে নানাভাবে উৎপীড়ন করেন; মনে হয় মেয়েটি স্কুলে পড়ালেখা করছে শুধুমাত্র টাকা পাওয়ার জন্য। আর তাই ফেল করা ছাত্রীটিও অনায়াসে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন পায় এবং বজায় থাকে তার উপবৃত্তি। এভাবে দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া মেয়েটি অনায়াসেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত চলে আসে। পরবর্তী সময়ে পাবলিক পরীক্ষার সময় তার রেজাল্ট হয় খারাপ এবং বিদ্যালয়গুলো খারাপ রেজাল্টের দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে না কোনোভাবেই।

যদি নিয়মের ব্যতিক্রম করা যেতো, যদি নিয়মটা এমন হতো যে, ফেল করা ছাত্রীটি পরবর্তী বছর নির্ধারিত টাকার অর্ধেক পাবে ফেল করার কারণে কিংবা ফেল করলেও উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না, তাহলে আর বিদ্যালয় প্রধানগণ সবাইকে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দিতেন না। আর এতে করে মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে পড়ালেখা করতো, পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি) ভালো ফলাফল করতে পারতো এবং যার জন্য এই কার্যক্রম তাও সফল হতো।

আমার এই প্রস্তাবটি যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেন কিংবা কোনো গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহলে নারী শিক্ষার জন্য এই কার্যক্রম সফল হবে এবং আমাদের দেশের মেয়েরাও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।

বিপ্লব মোহন চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক
বুরুদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।